76

NOV. 1 6 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষার হাল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় ও সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন সঙ্কট মুহূর্তে তিনি সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর ঐ সব অভিমতে সঙ্কটের ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ এবং সেসব সঙ্কট সমাধানের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা মূর্ত হয়ে ওঠে। এ সবের মাধ্যমে তিনি দেশে একটি সুস্থ সুন্দর মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই উদ্বুদ্ধ করেন মানুষকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার অবস্থা, ছাত্ররাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এগুলোর নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন এবং এসব ব্যাপারে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা আনার জন্য প্রকাশ করেছেন তাঁর সুচিন্তিত অভিমত। তাঁর ঐসব অভিমত ও মন্তব্যগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে বিবেচিত হয়েছে দিকনির্দেশনা হিসাবে। অতিসম্প্রতি রাষ্ট্রপতি দেশের শিক্ষার হাল সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশে যেভাবে শিক্ষার অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে, সেভাবে শিক্ষার গুণগতমান বাড়েনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেড়েছে সন্ত্রাস, ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের স্বার্থে, বইপুস্তকের পরিবর্তে তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র। এই অবস্থা চলতে দেয়া হলে জাতির ভবিষ্যত হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। গত সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে তিনি এ কথা বলেছেন।

দক্ষ মানবসম্পদ অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা– এ কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এ শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। দীর্ঘকালব্যাপী চলমান প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার একটি টেকসই ভিত্তি গড়ে উঠেছে এবং ক্রমাগত প্রয়াসের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই এ জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আমাদের এখনও অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হবে। শিক্ষার অবকাঠামো শুধু নয়, যাদের জন্য এসব আয়োজন, তাদের কতটুকু প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে, তা নিরূপণ করে আমাদের সার্বিক প্রয়াসকে মূল্যায়ন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেছেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের ভিতর সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণ এবং গুণগত উৎকর্ষের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের কাঠামোর আওতায় এনে সর্বোচ্চ ৮০ ভাগ বেতন সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তবে যে বিষয়টি ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো শিক্ষার গুণগত মান আশাব্যঞ্জক নয়। পরীক্ষায় নকল যেন একটা সর্বজনীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও নকল সরবরাহ করতে শুরু করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ বা ইনভিজিলেটর দিয়ে নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। নকল করতে বাধা দিলে ছাত্ররা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে, যেন পরীক্ষায় নকল করা তাদের অধিকার। এ অবস্থা কোন জাতির সুস্থতার লক্ষণ নয়। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে আরও বলেছেন, ছাত্ররা নকল করে কেন?

এর সহজ উত্তর, তারা লেখাপড়া করে না। কেন তারা লেখাপড়া করে না— এ প্রশ্নের সহজ উত্তর, স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা তাদের ভালমতো পড়ান না। শিক্ষকরা এখন ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট টিউশনির দিকে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। ক্লাসের নির্ধারিত সময়ের অল্প অংশই তাঁরা শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অতিমন্দ বাস্তবতাগুলোই তুলে ধরেছেন। তিনি এর আগেও শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন ত্রুটির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মতামত তুলে ধরেছেন।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষার পরিবেশ, নকল রোধ করতে হবে, ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে হবে সব সময়, যাতে সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যতে ছাত্ররা দেশ চালানোর উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে শিক্ষার হাল সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন ছাত্রদের গড়ে তোলার স্বার্থে, দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে সেগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করে শিক্ষা ক্ষেত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসঙ্গতিগুলো দূর করার যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।